তারিখ 09 NOV 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

গণিত সাজেশনের সঙ্গে মিলে গেছে মূল প্রশ্ন!

মেসেঞ্জারে জেএসসির প্রতি প্রশ্নের জন্য নেওয়া হচ্ছে ১০০০ টাকা

শরীফুল আলম সুমন

প্রতিটি পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। আতঙ্কে থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডগুলোও। এবারের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায়ও সাজেশন আকারে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। আগের রাতে দেওয়া সাজেশনের সঙ্গে রচনামূলক প্রায় সব প্রশ্নই হুবহু মিলে যাচ্ছে। তবে নৈর্ব্যক্তিকে মিলছে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত। আর এই সাজেশন আদান-প্রদানে ব্যবহার হচ্ছে ফেসবুকের মেসেজ অপশন এবং মেসেঞ্জার। তবে আগের মতো প্রকাশ্যে সাজেশন দেওয়া হচ্ছে না। যারা যোগাযোগ করছে, তারা পরীক্ষার্থী কি না সেটা যাচাই করেই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাজেশন। কমন পড়লে প্রতি প্রশ্নের জন্য দিতে হচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকা।

গতকাল রবিবার অনুষ্ঠিত হয় জেএসসির গণিত পরীক্ষা। শনিবার রাত সাড়ে ১২টায় কালের কণ্ঠ'র কাছে গণিতের হাতে লেখা একটি সাজেশন পৌঁছে। এরপর গতকাল সকাল ৮টার দিকে কম্পিউটারে কম্পোজ করা একটি সাজেশন আসে। পরীক্ষা শুরু হয় সকাল

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

গণিত সাজেশনের সঙ্গে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

১০টায়। দুপুর ১টার পর রচনামূলকের মূল প্রশ্নের সঙ্গে সাজেশন মিলিয়ে দেখা যায়, সাজেশনে দেওয়া ১৩টি প্রশ্নের মধ্য থেকে সাতটির মিল আছে। আর পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন এলেও ছয়টির উত্তর দিতে হয়। সে হিসাবে সাজেশন থেকে শতভাগই কমন পড়েছে।

কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানে জানা যায়, এখন আগের মতো সরাসরি ফেসবুকে সাজেশন দেওয়া হচ্ছে না। ফেসবুকের 'আহমেদ অপু' নামের একটি আইডি থেকেই যারা সাজেশন নিতে চায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। শুধু জেএসসিই নয়, সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন পরীক্ষার সাজেশনও দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষা শেষে বিকাশে টাকা পাঠিয়ে দিলেই হলো। নইলে পরের দিনের প্রশ্ন আর তাকে দেওয়া হচ্ছে না। আর পরীক্ষার্থীর পরিচিতি নিশ্চিত হলেই কেবল মেসেঞ্জারে সাজেশন পাঠানো হয়। তবে সাজেশন নিতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে প্রশ্ন আপনারই লাগবে। এ জন্য ছবিসহ অ্যাডমিট কার্ড ও মোবাইল নম্বর আহমেদ অপুর ফেসবুকের মেসেজ অপশনে দিতে হবে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আগে আমরা দুটি পরীক্ষার সাজেশন পেয়েছিলাম। সেগুলো মূল পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে মেলেনি। তবে আপনি যে আইডির কথা বললেন, সেটা আমাদের আইটি এক্সপার্টদের এখনই জানাচ্ছি। আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। আর যদি ১৩টির মধ্যে সাতটি মিলে যায় তাহলে তো অনেক মিল।'

'আহমেদ অপু'র ফেসবুক আইডিতে গিয়ে দেখা যায়, গত বুধবার রাত ১১টা ১ মিনিটে তিনি লিখেছেন, 'জেএসসি গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন ১০০ ভাগ কমন। ইনশাআল্লাহ আগেরগুলোর মতোই কমন থাকবে। যাদের জেএসসি গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন লাগবে তারা কমেন্ট করো। কার কার জেএসসি গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন লাগবে। বোর্ডের নামসহ কন্ট্রাক্ট করো।' এরপর গত শুক্রবার সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে লিখেছেন, 'ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর বোর্ডের গণিতের সম্পূর্ণ রিয়েল প্রশ্ন আমার হাতে রয়েছে'। আমার দেওয়া জেএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র শতভাগ ও জেডিসির ৯৯ ভাগ প্রশ্ন কমন পড়েছে। প্রমাণগুলো আমার প্রোফাইলে দেওয়া আছে। আমার সম্বন্ধে ভালো করে জেনে এরপর ফোন করবেন।' এরপর ০১৮৬৩০৮২৩৪০ নম্বর দেওয়া আছে।

গতকাল ১১টায় দেওয়া এক পোস্টে আহমেদ অপু লিখেছেন, 'এইমাত্র ঢাকা বোর্ডের শিক্ষা অফিসারদের কাছে জানতে পারলাম আমার দেওয়া জেএসসি গণিত প্রশ্ন মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে শতভাগ কমন পড়েছে। আর জেডিসি ইংরেজি প্রথম পত্রে ৯০ ভাগ কমন পড়েছে। জেএসসি বিজ্ঞান প্রশ্ন হাতে আছে। আগের পরীক্ষাগুলোর মতোই ইনশাআল্লাহ কমন থাকবে।'

আহমেদ অপুর দেওয়া সাজেশনের সঙ্গে, গতকালের গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন মিলিয়ে দেখা যায়, সাজেশনের প্রশ্নের সঙ্গে মূল পরীক্ষার প্রথম প্রশ্নের হুবহু মিল। সাজেশনের প্রশ্নে রয়েছে, '৬৫০০ টাকার যে হারে চার বছরের মুনাফা আসলে ৮৮৪০ টাকা হয়। ক. মুনাফা নির্ণয় কর। খ. কত টাকা পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে? গ. একই হারে মুনাফায় কত টাকা চার বছরে মুনাফা-আসলে ১০২০০ টাকা হবে।'

আর মূল পরীক্ষার প্রশ্নে রয়েছে, '৬৫০০ টাকা একটি নির্দিষ্ট হার মুনাফায় ৫ বছরে মুনাফা আসলে ৯৪২৫ টাকা হয়। ক. মুনাফার হার কত? খ. একই হার মুনাফায় কত টাকা '৫ বছরে মুনাফা আসলে ১০২৯৫ টাকা হবে? গ. বার্ষিক ১০ শতাংশ মুনাফায় 'খ'-এর প্রাপ্ত টাকায় ৫ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত হবে?'

সাজেশনের ২ নম্বর প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্নের ৩ নম্বরের মিল রয়েছে। আবার ৩ নম্বরের সঙ্গে মিল রয়েছে ২ নম্বর প্রশ্নের। সাজেশনের ২ নম্বরে বলা হয়েছে—'একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ। প্রতি বর্গমিটার ৭.৫০ টাকা দরে ঘরটির মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে মোট ১১০২.৫০ টাকা খরচ হয়।' এর বিপরীতে তিনটি প্রশ্ন দেওয়া আছে। আর মূল প্রশ্নের তিন নম্বরে বলা হয়েছে—'একটি আয়তকার মাঠের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ। প্রতি বর্গমিটারে ৭.৫০ টাকা দরে ঐ মাঠে ঘাস লাগাতে মোট ১৮২২.৫০ টাকা খরচ হয়।' এর বিপরীতে তিনটি প্রশ্ন রয়েছে। এ ছাড়া সাজেশনের ৪ নম্বরে বলা হয়েছে—জুপিটার গাইড ১৪৫ পৃষ্ঠার অঙ্ক। ৫ নম্বরে বলা হয়েছে—'মেইন বইয়ের ১৫ নম্বর। এভাবেই সাজেশনের সঙ্গে মূল প্রশ্নের বীজগণিত ও জ্যামিতি অংশেও মিল রয়েছে।

তবে প্রশ্নের সর্বশেষ অংশ পরিসংখ্যান। সেখানে একটি প্রশ্নই দেওয়া থাকে সেটিরই উত্তর দিতে হয়। এর কোনো বিকল্প প্রশ্ন নেই। সেই প্রশ্নটির সাজেশনের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে। সাজেশনে রয়েছে—'৩০ জন ছাত্রের নম্বর নিচে দেওয়া হলো। ক. শ্রেণি ব্যবধান ৫ ধরে সারণি তৈরি করো। খ. শ্রেণি ব্যবধান ৫ নিয়ে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো। গ. আয়তলেখ আঁকো।' মূল প্রশ্নে রয়েছে—'অষ্টম শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ। ক. শ্রেণি ব্যবধান ৫ ধরে গণসংখ্যা সারণি তৈরি করো। খ. 'ক' থেকে প্রাপ্ত সারণির গড় নির্ণয় করো। গ. 'ক' থেকে প্রাপ্ত সারণির আয়তলেখ অঙ্কন করো।'

তবে আহমেদ অপুর ফেসবুকে দেওয়া মোবাইল নম্বরে গতকাল সন্ধ্যায় একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি তা ধরেননি। জানা যায়, যারা তার ফেসবুকের পোস্টে কমেন্ট করে এবং মেসেজ অপশনে প্রমাণ ও মোবাইল নম্বর দেয় তাদের ফোনই ধরেন তিনি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রশ্ন ফাঁসের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে সাজেশন আকারে বাণিজ্য করার চেষ্টা চলছে। তবে আমরা খুবই স্ট্রিক্ট। এ ব্যাপারে পুলিশও আমাদের সহায়তা করছে। বিজি প্রেসও আমাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

গত ৫ আগস্ট ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ প্রশ্ন ফাঁস বিষয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছে, গত চার বছরে শুধু পাবলিক পরীক্ষায়ই ৬৩টি প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায়। মোট ৩৯টি ধাপে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ রয়েছে। তবে এর পরও সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ২০১৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষা স্থগিত করে মন্ত্রণালয়। ২০১৪ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) ও ২০১৫ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে চারজনকে আটক করা হয়। ২০১৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ ও মামলা করা হয়। ২০১৩ সালে পিএসসি ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে একটি করে কমিটি গঠিত হয়। ২০১৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড পৃথকভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করে। সেসব কমিটি তদারকি ও মনিটরিং বাড়ানোর সুপারিশ রেখেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে।

এবারের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ২৩ লাখ ২৫ হাজার ৯৩৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। দুই হাজার ৬২৭টি কেন্দ্রে ২৮ হাজার ৬৩২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে।